শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৯

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

বৈষ্ণবজনের সঙ্গলাভের উপকার

‘শুদ্ধভক্ত সদাসর্বদাই আমার হৃদয়কন্দরে অধিষ্ঠিত থাকে, আর আমিও সদাই শুদ্ধভক্তের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করি। আমার ভক্তরা আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, আমিও তাদের ছাড়া আর কাউকেই জানি না।’

ভগবদ্ভক্তির নয়টি বিধির মধ্যে শোনা হল প্রথম পদ্ধতি, ‘শ্রবণম্’। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রবণ পদ্ধতির ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তাই তিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি কৃষ্ণভাবনাময় মন্দিরে সকালে এবং সন্ধ্যায় প্রবচন-পাঠচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনে, আমার বহু নিষ্ঠাবান, সমর্পিত প্রাণ অনুশীলনরত বৈষ্ণবজনের বিপুল আশীর্বাদ পেয়েছি, তাঁরা শুদ্ধভাবে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে চলেছেন। রূপ গোস্বামীও ‘উপদেশামৃতে’ বলেছিলেন যে, ভক্তজনের সান্নিধ্য অর্জন করা কৃষ্ণভাবনায় অগ্রসর হওয়ার পথে ষড়্‌বিধ পন্থার অন্যতম।

এই সান্নিধ্যের সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা দরকার– ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং কৃষ্ণভাবনা সম্পর্কে বৈষ্ণবজনেরা

যেসব প্রবচন-ভাষণ এবং সারগর্ভ আলোচনা করে থাকেন, সেইগুলি নিয়মিত শুনতে হবে। ঠিক যেমন অবৈষ্ণবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতেও নিষেধ করা হয়ে থাকে, তেমনই বৈষ্ণবজনের কথা শুনতেও পরামর্শ দেওয়া হয়।

যখনই আমি শুনতে পাই আমার গুরুভ্রাতারা তাঁদের প্রবচন-সভায় তাঁদের নানা উপলব্ধির কথা বুঝিয়ে বলছেন, তা শুনে সব সময়েই আমার আত্মদর্শন প্রসারিত হয়ে ওঠে আর কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক নতুন পরিমণ্ডল বা নতুন অন্তদৃষ্টি এনে দেয় আমার মাঝে যা হয় তো আমি খেয়াল করিনি কিংবা একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা লক্ষ্য করতে পারিনি। তা ছাড়া, এতে পরিশুদ্ধিলাভও হয়। অতএব, এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমার সমস্ত শিষ্যসমূহের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, বৈষ্ণবজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় অনেক অগ্রণী হয়ে রয়েছেন, তাদের কাছ থেকে কিছু শোনার প্রয়োজন আছে।

ভগবদ্ভক্ত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, আর শ্রীকৃষ্ণও ভক্তদের কাছে পরম প্রিয়। ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছে আর শ্রীকৃষ্ণও সেবা করছেন তাঁর ভক্ত মণ্ডলীর। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে (৯/৪/৬৩) পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু বলেছেন দুর্বাসা মুনিকে, কিভাবে তাঁর নিজের সাথে তাঁর ভক্তদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে।

শ্রীভগবান উবাচ

অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

‘পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন ব্রাহ্মণকে– আমার ভক্তদের কাছে আমি সম্পূর্ণভাবে অধীন। আমি মোটেই স্বাধীন নই। কারণ আমার ভক্তবৃন্দ জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাসক্ত, আমি কেবল তাদেরই হৃদয় কন্দরে অধিষ্ঠান করে থাকি। কেবল আমার ভক্ত নয়, যারা আমার ভক্তদেরও ভক্ত তারাও আমার বড় প্রিয়।

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

শ্রীয়ং চাত্যন্তিকং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পর॥

“হে ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ! আমাকে যাঁরা একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, সেই সাধুজনদের ছাড়া, আমার অপ্রাকৃত আনন্দ আর আমার পরম ঐশ্বর্য কিছুই আমি নিজে উপভোগ করতে ইচ্ছা করি না।

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

‘যেহেতু শুদ্ধ ভক্তগণ এই জীবনে কিংবা পরবর্তী জীবনেও জড়-জাগতিক উন্নতির কোনও আকাঙ্ক্ষা না রেখে শুধুমাত্র আমার

সেবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘরবাড়ি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন, ধন-সম্পত্তি এবং তাদের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে থাকে, কি করে তেমন ভক্তদের আমি কখনও ত্যাগ করতে পারি? '

ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

"যেমন সাধ্বী মহিলারা সেবার মাধ্যমে তাঁদের সজ্জন স্বামীদের অধীনে নিয়ে আসে, শুদ্ধভক্তরা যাঁরা প্রত্যেকেই সমান এবং হৃদয়কন্দরে আমার প্রতিই সম্পূর্ণ আসক্ত, তাঁরাও আমাকে তেমনই তাদের পূর্ণ অধীনে নিয়ে আসে।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যকালবিপ্লুতম্॥

'আমার ভক্তরা যারা আমার প্রতি প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হয়ে নিত্য সন্তুষ্ট থাকে, তারা মুক্তি লাভের চতুর্বিধ নীতি (সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, এবং সাষ্টি) অনুসরণেও আগ্রহী নয়, যদিও তাদের ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে আপনা হতেই এই সব মুক্তিলাভ অর্জন করা হয়ে যায়। তা হলে উচ্চতর গ্রহমণ্ডলীতে উন্নীত হওয়ার যে ক্ষয়িষ্ণু সুখতৃপ্তি, তার কথা কী আর বলার আছে?'

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নহিং তেভ্যো মনাগপি॥

‘শুদ্ধভক্ত সদাসর্বদাই আমার হৃদয়কন্দরে অধিষ্ঠিত থাকে, আর আমিও সদাই শুদ্ধভক্তের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করি। আমার ভক্তরা আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, এবং আমিও তাদের ছাড়া আর কাউকেই জানি না। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/৪/৬৩-৬৮)

পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ভক্ত এমনই প্রিয় যে, পরমেশ্বর এই কথা বারে বারে শাস্ত্রাদিতে ঘোষণা করেছেন। পরমেশ্বরের ভক্তগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পারমার্থিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ঠিক যেমন সূর্য তার বিচ্ছুরিত কিরণালোকের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বহিরঙ্গারূপে জ্যোতির্ময় করে রেখেছে, সাধুরা তেমনই অপ্রাকৃত জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ জ্যোতি প্রদান করে থাকেন। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৬/৩৪) ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যখন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ দেন।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহির্রর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

‘আমার ভক্তরা দিব্যচক্ষু দান করে, যেক্ষেত্রে সূর্য শুধুই বহিরঙ্গা দৃষ্টিক্ষমতা এনে দেয়, আর তাও যখন সে আকাশে ওঠে। আমার ভক্তবৃন্দ মানুষের প্রকৃত আরাধ্য দেবমণ্ডলী আর প্রকৃত পরিবারগোষ্ঠী; তারাই মানুষের স্বরূপাত্মা, আর শেষ পর্যন্ত তারাই হল আমা হতে অভিন্ন।’

তাই, বৈষ্ণবজনের কাছ থেকে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনার অন্তরঙ্গা জ্ঞানালোক লাভ করতে পারি। ভক্ত-সান্নিধ্যের মূল্যায়ন কে করতে পারে! বৈষ্ণবজনের কাছ থেকে শ্রবণ করা আর বৈষ্ণবজনের সেবা করা এমনই মাহাত্ম্য। যখন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং তাঁর ভক্তদের সেবা করে থাকেন, তা হলে। কোনও উৎসাহী ভক্তের কথা আর কী বলি– ভগবানের বৈষ্ণব ভক্তদের সেবা করা কতই না জরুরী।

ভগবান বিষ্ণু আগেই বলেছেন, 'ভক্তদের কথা আর কী বলব– এমন কি যারা আমার ভক্তেরও ভক্ত, তারাও আমার বেশি প্রিয়।

শ্রীল প্রভুপাদ বারে বারেই নরোত্তম ঠাকুরের সেই ভক্তিগীতিটি তুলে বলতেন, যেখানে তিনি গেয়েছেন, 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা'– কোনও ভক্তের ভক্ত না হতে পারলে জড় বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। (শ্রীমদ্ভাগবত ৯/৪/৬৩)

বাস্তবিকই, পদ্মপুরাণে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে যে, কেউ যদি পরমেশ্বরের ভক্তের প্রতি পূজা ও সেবা পরিত্যাগ করে সরাসরি গোবিন্দ ভজনা শুরু করে দেয়, তা হলে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না:

অর্চৈত্বতু গোবিন্দম্ তধিয়নর্চয়ে তু যঃ।

ন স ভগবতো গেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতিঃ।

তস্মাদ সর্ব প্রজত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা॥

‘পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তরূপে তাকে গণ্য করা হবে না, যে পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তদের আরাধনা পরিত্যাগ করেছে, এমন কি যদি সে সরাসরি গোবিন্দের ভজনাও করে থাকে। তেমন মানুষকে বৃথা অহঙ্কারী এবং উদ্ধত বলেই জানতে হবে। অতএব অতি সযত্নে ও মনোযোগ সহকারে মানুষকে নিয়ত বৈষ্ণবজনের আরাধনা করতে হবে।” (পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড)।

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলছেন, ‘যে সব মানুষের জড় জাগতিক জীবনের প্রতি অত্যধিক প্রবণতা রয়েছে, তারা যদি জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত কোনও বৈষ্ণবজনের চরণকমলরেণু তাদের সর্বাঙ্গে লেপন করতে না পারে, তা হলে অসাধারণ কর্মকাণ্ডের মহিমামণ্ডিত সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তারা আসক্ত হতে পারবে না। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে আর এই ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চরণপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেই মানুষ জড় কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে। (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৩২)

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধভক্তদের, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সমর্পিত প্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্তদের ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে অসংখ্য উল্লেখ আছে শাস্ত্রে। অবশ্যই আমি চাই আমার সকল শিষ্যসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের চরণকমলের সেবা করে এই যে বিশেষ কৃপা লাভ করা যায়, সেই সুযোগটি তারা গ্রহণ করবে।

দীক্ষাগুরুর প্রতি সেই ধরনের বিশ্বাস এবং ভালবাসা প্রত্যেক শিষ্যেরই অবশ্য আছে বা থাকা উচিত। তারা এইভাবেই গুরুদেবের সেবা পূজা করতে চায়।

অবশ্য, গুরুদেবের সেবা পূজা করা আর অন্যান্য বৈষ্ণবজনের অশ্রদ্ধা করা সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। রামানুজাচার্য বিত্তবান এক শিষ্যের বাড়িতে যেতে আপত্তি করেছিলেন, কারণ তার গুরুভ্রাতাদের সে খুব ভালভাবে সেবা করেনি।

শিষ্যসমূহের তথাকথিত আঞ্চলিক আচার্য প্রথামূলক তত্ত্ব বিচার পরিহার করা উচিত যা থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, তার গুরুদেব কেবলই একমাত্র ভক্ত বা শুদ্ধভক্ত।

যে গুরুদেব ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতে চান, তাঁর প্রতি কোনও শিষ্যের বিশেষ বিশ্বাস আর ভালবাসা থাকা মোটেই দোষের নয়। তবে, নিজের গুরুদেবের প্রতি বিশেষ ভালবাসা আছে বলে পরমেশ্বর ভগবানের বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি সেবা পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

উন্নত বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করলে, কৃপালাভের সুযোগ ঘটে। আমি চাই না যে, আমার শিষ্যসমূহ তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুধুমাত্র কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদেরই এমন ধারণা

থাকে যে, তার গুরুই হলেন পরমেশ্বর ভগবানের একমাত্র ভক্ত, এবং আর কেউ ভক্ত হতে পারে না। আমি চাই অবশ্যই আমার সমস্ত শিষ্যসমূহ অন্তত মধ্যম অধিকারী পর্যায়ে উন্নত হবে, এবং কেবল তাদের গুরুদেবের প্রতিই প্রেম ও বিশ্বাস থাকবে, তা নয়– বরং পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত শুদ্ধভক্তদেরই শ্রদ্ধা ভালবাসা দিতে জানবে।

বহু বৈষ্ণবজনের কাছ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে হলে ভক্তজনের মধ্যে খানিকটা বিশেষ পরিণত মনোবৃত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রচার সম্পর্কিত দর্শনভঙ্গির মধ্যে সামান্য মতভেদগুলি সহ্য করতে শিখতে হবে। দর্শনতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে প্রত্যেক ভক্তের সামান্য কিছু মতপার্থক্য বা গুরুত্বভেদ

থাকতে পারে, তবে শ্রীকৃষ্ণের মর্যাদা এবং মহিমা সম্পর্কে আর দর্শনতত্ত্বের পরম বিষয়াদি সম্পর্কে কোনও মতানৈক্য থাকা অনুচিত।

শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'কৃষ্ণভজনামৃত' গ্রন্থে বলা হয়েছে। কিভাবে ভক্ত এই সব ক্ষেত্রে আচরণ করবে। তিনি গুরু এবং অন্যান্য বৈষ্ণবজনকে কারোর পিতা এবং অন্যান্য পিতৃব্য বা পিতার ভায়েদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে বিভিন্ন পিতৃব্যদের কাছ থেকে সহায়তা আর অনুপ্রেরণা পেতে পারা যায়।

কিন্তু যদি এক পিতৃব্য কারও পিতার বিরোধী কোনও কিছু বলেন, তা হলে সেই পিতৃব্য তার পিতার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও, তবু তাকে পরিবারগোষ্ঠী সম্পর্কের জন্যই তার পিতার প্রতি বিশ্বাসভাজন হয়েই থাকতে হবে।

সেই রকমই, বিভিন্ন বৈষ্ণবজনের কাছ থেকে উপদেশ শুনতে হয়, কিন্তু আপন দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে যা উপদেশ গ্রহণ করা হয়েছে, তার পরিপন্থী কোনও কথা কেউ বলছে মনে হলে, নিজ গুরুদেবের কাছে গিয়ে সেই বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হয়, আর এটাই শিষ্যের কর্তব্য।

যা কিছু মতানৈক্য শুন্য, তা সবই গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও কিছুতে যদি মতান্তর বা বিভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়, তা

হলে সেই বিষয়ে শিষ্যের আপন নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্যসূত্র হলেন তার দীক্ষাগুরু এবং অবশ্যই তার নিজের গুরুদেবের কাছে গিয়ে সেই ব্যাপারটা তাকে পরিষ্কার করে নিতেই হবে।

এটাই আমাদের পূর্বতন আচার্যদের পরামর্শ। বলতে গেলে, পাঁচশ বছর আগেও, ঠিক এমনি অবস্থাই ছিল, তবে অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণের মাধ্যমে উপদেশ পরামর্শাদি গ্রহণে কোনও বাধানিষেধ ছিল না। বরং গুরু এবং বৈষ্ণবজনের সাথে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে সযত্নে তাদের সুসম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার উপযোগী পরিণত বিচারবুদ্ধি তাদের বেশ ছিল। এই পরিণত বিচারবুদ্ধি ভক্তদের মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজন, আর তা হলেই অগ্রণী বৈষ্ণবজনের সাথে অনুকূল সান্নিধ্য সঙ্গলাভের মাধ্যমে পারমার্থিক অনুপ্রেরণা ও উপলব্ধি অর্জনের দ্বার উন্মুক্ত থাকতে পারে।

কখনও বা কোনও অগ্রণী প্রবীণ ভক্ত কোনও না কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের সাথে বা অন্য কোনও ভক্তের সাথে বীতরাগ হয়ে উঠতে পারেন। আমাদের উচিত, কোনও বৈষ্ণবের বা শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনের গঠনচিন্তা বিবর্জিত সমালোচনাদি শ্রবণ পরিহার করে চলা। সান্নিধ্য-সঙ্গলাভের সময়ে এই সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভারি সতর্ক ছিলেন। বৈষ্ণব জন সম্বন্ধে কেবলমাত্র অনুকূল অভিমতগুলিই তিনি শুনতেন। যদি কোনও

সমালোচনামূলক মন্তব্য হত, তিনি নিজেই সেই জায়গা ছেড়ে চলে যেতেন, আর শুনতেন না।

সঙ্কটে পড়েছে যে-বৈষ্ণবজন, তাকে যদি আমাদের সাহায্য করবার অবস্থা না থাকে, তা হলে কোনও ভক্তের দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার শুনে কি লাভ? কোনও ভক্তের সমালোচনা শোনবার অন্য একটি মাত্র যুক্তি, যে-যুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা হল এই যে, নিজেকে সেই একই ভুল থেকে বাঁচানো অথবা নিরীহ নির্দোষ ভক্তদের তা থেকে রক্ষা করা।

এই সব সতর্কবাণী বিচার করে, পরমেশ্বরের বৈষ্ণব ভক্তজনের কাছ থেকে কৃষ্ণভাবনাময় উপলব্ধি আর তাৎপর্য শ্রবণের সুযোগ অবশ্যই নিতে হবে। এটাই নিরন্তর সাধনা বা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন। এটাই আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় সাধন-পথে আপন আপন উপলব্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত করবে। আমাদের চেতনাকে শ্রীকৃষ্ণভাবনাময় দর্শনতত্ত্বে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে এবং পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্তজনের কাছ থেকে তা শোনার চেয়ে আর ভাল পন্থা কী হতে পারে! সচরাচর আমাকে প্রবচন-ভাষণ দিতেই হয়, কিন্তু যখনই আমি সুযোগ পাই কিছু শোনবার, আমি তখন অন্যান্য ভক্তজনের আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে বিপুল উদ্দীপনা আর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে থাকি।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ০৮

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553